নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতায় ফরাসউদ্দিন

ঋণ মওকুফ ও অবলোপনের নীতি ব্যাংকিং নৈতিকতাকে চাপে ফেলে

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্যাংকের নৈতিকতা খুবই চাপের মধ্যে পড়ে যখন বিশেষ পরিস্থিতির ব্যবস্থা ঋণ মওকুফ ও অবলোপনের নীতি আগাম ঘোষিত হয়। কিন্তু কেন? ঋণ মওকুফ ও অবলোপনের সুযোগে সাধারণভাবে যুক্ত থাকে বড় খেলাপি ঋণগ্রহীতা। কিন্তু ব্যাংকের সম্পদ আহরিত হয়ে থাকে লাখো গ্রাহকের আমানত থেকে।

অপরিশোধিত বা খেলাপি ঋণের দায় মেটাতে ভালো গ্রাহককে উচ্চ সুদ দিতে বাধ্য করে। একইভাবে খেলাপি ঋণের জন্য আমানতকারীও তাঁর অর্থের বিনিময়ে আয় কম পান। ব্যাংকিংয়ে নৈতিকতা রক্ষার সঙ্গে এসব পদক্ষেপ সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না। এগুলো সবই ব্যাংকিং নীতি-নৈতিকতার বিষয়।

'ব্যাংকিংয়ে নৈতিকতা' শীর্ষক দশম নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গত সোমবার রাতে এসব কথা বলেন।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ব্যাংকিং ব্যবসা গড়ে তুলতে হয়। আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি হিসেবে একটি তফসিলি ব্যাংককে আমানতকারীর আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান হতে হয়। একই সঙ্গে তাকে ঋণকারীদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এই সাম্যতা আনা এত সহজও নয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত এই স্মারক বক্তৃতায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রথিতযশা কেন্দ্রীয় ব্যাংকার ও সাবেক গভর্নর এ কে এন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক তৌফিক আহমেদ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর আতিউর রহমান।

প্রসঙ্গত, ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুল মতিন ছিলেন দেশের ব্যাংকিং খাতের অন্যতম পথিকৃৎ। প্রতিবছরই এই প্রথিতযশা ব্যাংকারের স্মরণে ব্যাংকিংয়ে নৈতিকতা-বিষয়ক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে বিআইবিএম।

এই স্মারক বক্তৃতার দশম বক্তা ফরাসউদ্দিনের মতে, নৈতিকতার মূল্যবোধ আবার ক্ষতিকর প্রভাবের মধ্যে পড়ে যখন একটি ব্যবস্থার মধ্যে ফেলে শ্রেণীকৃত ঋণ পুনঃ তফসিল করা হয় সহজ শর্তে। শুধু তা-ই নয়, আইনের ফাঁকফোকর গলে অথবা রাজনৈতিক যোগসাজশে অনেককেই জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন একটি বড় খেলাপি ঋণগ্রহীতার নাম উল্লেখ না করে জানান, তাঁর গভর্নর থাকাকালে অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ওই খেলাপির পক্ষে ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সে সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নৈতিকতার পক্ষে গণমাধ্যমের সবাই থাকেনি। তবে তিনি ধন্যবাদ জানান সে সময়ের অর্থ মন্ত্রণালয়কে, বিশেষত অর্থমন্ত্রী ও সরকারপ্রধানকে, যাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণটি নিয়মিত করার আগে নতুন করে ঋণ দেওয়ার সুযোগ দেয়নি। যদিও এক বছর পর সরকার বদলের মধ্য দিয়ে এই ঋণগ্রহীতা পুরস্কৃতই হননি, নতুন করে ঋণ পেয়েছেন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংক বড় অঙ্কের ঋণ অবলোপন ও মওকুফ করেছে।

ফরাসউদ্দিন বলেন, এভাবে নিয়মাচার লঙ্ঘন হতে থাকলে তা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নৈতিকতার বিষয়টিকে ক্রমশ অনেক গভীরে নিয়ে যায়।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের সংগ্রহকৃত আমানতের একটি বড় অংশ সেকেন্ডারি মার্কেটের শেয়ার কেনাবেচায় ঋণ দিয়ে ব্যাংকিং নৈতিকতাকে হিমাগারে পাঠিয়েছে। তাঁর মতে, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা খুবই গৌণ। এমনকি অনেক শিল্পঋণ ও কর্মসংস্থানের জন্য দেওয়া এসএমই ঋণও শেয়ার কেনাবেচায় যাচ্ছে।

ফরাসউদ্দিন বলেন, বেশকিছু বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের পরিচালন মুনাফা করেছে এক হাজার ১০০ কোটি টাকার মতো, যা ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার ও মালিকদের জন্য সুসংবাদ বটে। কিন্তু অপর দিকে ৯২ শতাংশ আমানতকারীর জন্য এটা সুসংবাদ নয়। কারণ, তাঁরা আমানতের বিপরীতে খুবই কম সুদ পাচ্ছেন। এমনকি ব্যাংকগুলোর ঋণের সুদহারও কমছে না। কিন্তু ব্যাংকিং নৈতিকতা অনুযায়ী, আমানতকারীকে অধিক আয় দিয়ে শেয়ারহোল্ডারদের কম মুনাফা দেওয়াই উচিত।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন পরামর্শ দেন, ব্যাংকগুলো শুধু আইপিও ছাড়া শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে পারবে না—এমন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত। এসএমই ফান্ড যথাযথ ব্যয় হচ্ছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা উচিত বলে তিনি মত দেন।

এ কে এন আহমেদ বলেন, বাস্তববাদী না হলে ডিজিটাল দেশ গড়া সম্ভব নয়। শুধু মুখে ডিজিটাল বললে প্রগতি হয় না। ডিজিটাল দেশ গড়তে বাস্তববাদী হতে হয়। পাশাপাশি সম্প্রীতি, সততা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস থাকতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় গভর্নর এ কে এন আহমেদ বলেন, ব্যাংকিং খাতে সর্বস্তরে নৈতিকতা আনতে হবে। শুধু যে ব্যাংকের কর্মচারীরা নৈতিকতা মেনে চলবে, তা নয়, ব্যাংকের কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদেরও নৈতিকতা মেনে চলা উচিত।

এ কে এন আহমেদ বলেন, ৩০টি ব্যাংক অফুরন্ত মুনাফা করেছে। ব্যাংক যে লাভ করবে তা ঠিক আছে, তবে কীভাবে তা করল, তা দেখার প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে, নৈতিকভাবে ব্যাংক হলো ট্রাস্টি। ট্রাস্টের বিশ্বাস ভঙ্গ দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এ দেশে ব্যাংকাররা দণ্ডিত হয়েছেন—এমন কথা জানা যায় না।

এ কে এন আহমেদ বলেন, ব্যাংকের মুনাফার বড় অংশ এসেছে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আমানতকারীদের টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত মুনাফা লাভ কতটুকু নৈতিক, তা দেখার বিষয়। এ ছাড়া কর্মচারীরাও ব্যাংকের কম্পিউটার পর্যন্ত ব্যবহার করে শেয়ারে টাকা খাটিয়েছেন। এটা গর্হিত অন্যায়। তিনি বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জে প্রগতি এসেছে। কিন্তু সমাজের প্রগতির, অর্থনীতির প্রগতির সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া দরকার। যুক্তরাষ্ট্রে স্টক এক্সচেঞ্জে যেতে হলে অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়। তার পরও কোনো বিপর্যয় হলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখানে কিন্তু বিপর্যয়ে কেউ জেলে যায়নি।

এ কে এন আহমেদ ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, যারা ঋণ নিয়ে শোধ দেয় না, তারাই বেশি ঋণ পায়। যারা দরিদ্র, তারা ঋণ পায় না। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা যুক্তরাষ্ট্রেও নিয়ম করা আছে, কমিউনিটি ঋণ দিতে হবে। এগুলো নৈতিকতার দিক।

আতিউর রহমান বলেন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাংকিং খাতে পেশাদারির ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এ ছাড়া তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অধিকসংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে ব্যাংকিং নৈতিকতার একটা বড় দিক বলে উল্লেখ করেন।